বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয়, ইউনিট অফিস ও লিগ্যাল এইড ক্লিনিকের মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনী সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। আইনী সহায়তার জন্য শাখা অফিসসমূহে যোগাযোগ করুন

ইউনিট অফিসসমূহের ঠিকানা

ঢাকা ইউনিট
৫১/১২, জনসন রোড (৩য় তলা)
আজাদ সিনেমা হলের পার্শ্বে
ঢাকা-১১০০, ফোন: ০২-৭১৭২১৯২
ই-মেইল: blastdu@bttb.net.bd

বরিশাল ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন (২য় তলা)
বরিশাল
ফোন: ০৪৩১-৬২৮০৫
ই-মেইল: blastbsl@bttb.net.bd

ময়মনসিংহ ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন (২য় তলা)
ময়মনসিংহ
ফোন: ৯১-৬৪১৯৭
ই-মেইল: blastmu@bttb.net.bd

রংপুর ইউনিট
মমতাজ ভবন (সেটেলমেন্ট অফিসের উত্তর পূর্ব পাশে)
কাচারী বাজার, রংপুর
ফোন: ০৫২১-৬১০৬২
ই-মেইল: blastran@bttb.net.bd

কুষ্টিয়া ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন
কুষ্টিয়া
ফোন: ০৭১-৫৩০৮৩
ই-মেইল: blastkst@bttb.net.bd

চট্টগ্রাম ইউনিট
জেলা পরিষদ ভবন, কোর্ট রোড
চট্টগ্রাম, ফোন: ০৩১-৬৩০৫৭৮
ই-মেইল: blastctg@bttb.net.bd

নোয়াখালী ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন
(২য় তলা), নোয়াখালী
ফোন: ০৩২১-৬১৬৬৩

রাজশাহী ইউনিট
এডভোকেট বার সমিতি (নতুন ভবনের ২য় তলা)
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।
ফোন: ০৭২১-৮১১৫৩৩
ই-মেইল: blastru@bttb.net.bd

কুমিল্লা ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন
(নিচ তলা), কুমিল্লা, ফোন: ০৮১-৬৬৯৪৪
ই-মেইল: cordina@bttb.net.bd

পাবনা ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন
পাবনা
ফোন: ০৭৩১-৬৬৪৫০
ই-মেইল: legalaid@bttb.net.bd

ফরিদপুর ইউনিট
ফরিদপুর কোর্ট মসজিদ বাড়ী (২য় তলা)
আবদ-আলাহ জহিরউদ্দিন রোড কোর্ট প্রাঙ্গণ, ফরিদপুর, ফোন: ০৬৩১-৬৫৭৬৬
ই-মেইল: blastfu@bttb.net.bd

সিলেট ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন (৩য় তলা)
সিলেট
ফোন: ০৮২১-৮১৩৩০১
ই-মেইল: sylunit@bttb.net.bd

যশোর ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন-১
যশোর
ফোন: ০৪২১-৬৭৬৭৪
ই-মেইল: blast@bttb.net.bd

বগুড়া ইউনিট
খাজা বাড়ী, (জেলা পরিষদ ভবনের পেছনে)
বগুড়া, ফোন: ০৫১-৬১৮৫০
ই-মেইল: blastbog@bttb.net.bd

টাঙ্গাইল ইউনিট
৭৮৯- রোকেয়া মঞ্জিল
সদর হাসপাতাল রোড, সাবালিয়া
টাঙ্গাইল, ফোন: ০৯২১-৬২২০৭
ই-মেইল: blasttgl@bttb.net.bd

দিনাজপুর ইউনিট
ঈদ গাঁ বস্তি (প্রধান ডাকঘর থেকে দক্ষিণে)
স্কাই ভিউ (নিচ তলা), দিনাজপুর-৫২০০
ফোন ঃ ০৫৩১-৬৫২৭৯
ই-মেইল : blastdju@bttb.net.bd

খুলনা ইউনিট
বার এসোসিয়েশন মধ্য ভবন (৩য় তলা)
কোর্ট রোড, খুলনা।
ফোন ঃ ০৪১-৮১২৭০২
ই-মেইল : legal8@bttb.net.bd

রাঙ্গামাটি ইউনিট
নিউ কোর্ট রোড, চম্পক নগর মোড় (২য় তলা), বনরূপা, কোতোয়ালী, রাঙ্গামাটি।
ফোন ঃ ০৩৫১-৬৩৫০৯।
ই-মেইল : blastprt@bttb.net.bd

পটুয়াখালী ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন
পটুয়াখালী
ফোন: ৮৮০-৪৪১-৬৪০৯৪
ই-মেইল: blastpkh@bttb.net.bd

লিগ্যাল এইড ক্লিনিকসমূহ

গোপীবাগ লিগ্যাল এইড ক্লিনিক
৮৯/৩/১, রামকৃষ্ণ মিশন রোড
গোপীবাগ,
৮ম গলি, ঢাকা
ফোন: ৭৫২২৭৭৬
ই-মেইল: blastgc@aitlbd.net

মোহাম্মদপুর লিগ্যাল এইড ক্লিনিক
৬/৪, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা, ফোন: ০২-৯১২৭৯২২
ই-মেইল: nahida@bttb.net.bd

মিরপুর লিগ্যাল এইড ক্লিনিক
বাড়ী নং-৪৫, লেন - ১, সেকশন - ১১
ব্লক-বি, মিরপুর
ঢাকা, ফোন: ০২-৯০১২৮৫৩
ই-মেইল: blastmc@aitlbd.net

চট্টগ্রাম লিগ্যাল এইড ক্লিনিক
২৫৭/এ, বায়েজীদ বোস্তামী রোড
(মেয়র গলির মুখ)
মোলশহর, ২নং গেট
ফোন: ০৩১-৭২৬৩১১ এক্স: ৪২৮৯

রাজশাহী লিগ্যাল এইড ক্লিনিক
মাস্টারপাড়া, কাটাখালী
মতিহার, রাজশাহী - ৬২১২
ফোন: ০৭২১-৭৫০৫৭৫
ই-মেইল: blastlcr@bttb.net.bd

নারায়ণগঞ্জ অফিস
৮/১ নিউ চাষাড়া, জামতলা, হাজী আবদুর রহমান সড়ক, নারায়ণগঞ্জ

প্রধান কার্যালয়
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
২৮/এ (১৪১/১ পুরাতন) সেগুনবাগিচা (৩য়-৫ম তলা),ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৪৯১২৬, ৮৩১৭১৮৫, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯৩৪৭১০৭
মোবাইল : ০১৭১৫ ৫০৯৭৮৭, ই-মেইল mail@blast.org.bd, ওয়েব : www.blast.org.bd

মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের আলোকে গ্রেফতার ও রিমান্ডের ক্ষেত্রে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক

অবশ্যপালনীয়

কর্তব্যসমূহ

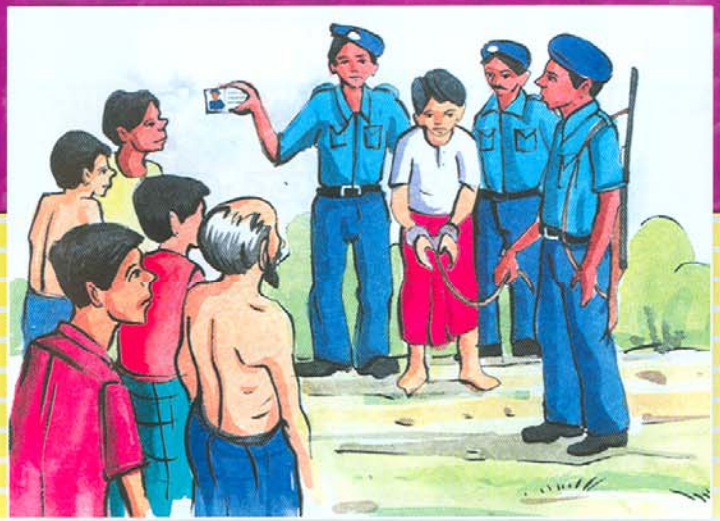

৭ এপ্রিল ২০০৩ তারিখ মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক ও বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ সরকার মামলায়, এবং ৪ আগস্ট ২০০৩ তারিখ বিচারপতি এস কে সিনহা ও বিচারপতি শরিফউদ্দিন চাকলাদার সাইফুজ্জামান বনাম বাংলাদেশ সরকার মামলায় ফৌজদারী কার্যবিধি ৫৪ ও ১৬৭ ধারায় গ্রেফতার ও রিমান্ডের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশনাসমূহের আলোকে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্যসমূহ হচ্ছে—

১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে ডিটেনশন বা আটকাদেশ দেবার জন্য পুলিশ কাউকেই ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করতে পারবেন না।

কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পূর্বে ঐ পুলিশ অফিসার তাঁর পরিচয় দেবেন এবং প্রয়োজনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিসহ উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিকেও তার পরিচয়পত্র দেখাবেন।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে থানায় আনার পর সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার দ্রুত গ্রেফতারের কারণসমূহ (অভিযোগ) থানার ডায়রীতে লিপিবদ্ধ করবেন। যেমন—

আমলযোগ্য অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ততার তথ্য;
অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ;
যে পরিস্থিতিতে গ্রেফতার করা হয়েছে;
তথ্যের উৎস এবং তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার কারণ;
স্থানের বর্ণনা, সময় ও গ্রেফতারের সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের নাম, ঠিকানা।

গ্রেফতারের সময় কোন ব্যক্তি যদি আহত হন অথবা তার শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন পান, পুলিশ তা লিপিবদ্ধ করবেন এবং কাছাকাছি কোন হাসপাতালে বা সরকারী ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করিয়ে চিকিৎসার সনদপত্র সংগ্রহ করবেন।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে থানায় আনার ৩ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ গ্রেফতারের কারণ/অভিযোগপত্র তৈরি করবেন।

বাসস্থান বা কর্মস্থল ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে কাউকে গ্রেফতার করা হলে, তাকে থানায় আনার এক ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ তার আত্মীয়-স্বজনকে টেলিফোনে বা লোক মারফত গ্রেফতারের সংবাদ জানাবেন।

পুলিশ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তার পছন্দনীয় আইনজীবী বা নিকটাত্মীয়র সঙ্গে পরামর্শ বা দেখা করার সুযোগ প্রদান করবেন।

পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদনসহ নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করবেন। প্রতিবেদন দাখিল করতে না পারলে পুলিশ কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭(১) ধারা অনুযায়ী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত শেষ করতে না পারার কারণ উল্লেখ করবেন এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ কেন সঠিক তা পেশ করবেন।

একই সঙ্গে পুলিশ কর্মকর্তা মামলার ডাইরী সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করবেন।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আদালতে প্রেরণের প্রতিবেদন এবং মামলার ডাইরীতে উল্লেখকৃত গ্রেফতারের কারণসমূহ দেখে ম্যাজিস্ট্রেট যদি সন্তুষ্ট হন যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আটকের কারণ সুদৃঢ় তবেই ম্যাজিস্ট্রেট তাকে কারাগারে আটকের নির্দেশ দেবেন। অন্যথায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেবেন।

যদি ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে প্রেরণের প্রতিবেদন এবং মামলার ডাইরীতে উল্লেখকৃত গ্রেফতারের কারণসমূহ দেখে সন্তুষ্ট না হন এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আটকের কারণ সুদৃঢ় মনে না করেন তবে ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২২০ ধারার অপরাধ করার জন্য কার্যবিধি ১৯০ (১) (সি) ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় জেল হাজতে প্রেরণ করার পরও সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার তদন্তের প্রয়োজনে উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন। তবে জিজ্ঞাসাবাদের কক্ষটি হবে–

জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষটির এক পাশে কাঁচের দেয়াল ও গ্রীল থাকবে। যেন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়-স্বজন বা আইনজীবী জিজ্ঞাসাবাদের দৃশ্যটি দেখতে পারলেও জিজ্ঞসাবাদের বিষয় শুনতে পাবেন না।

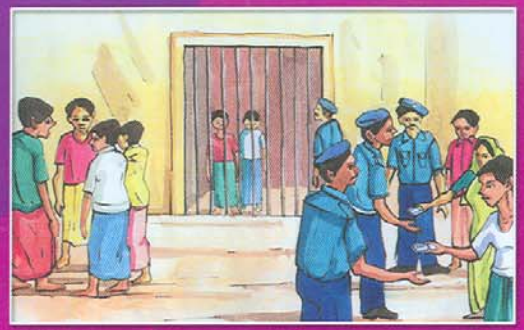

উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আটক ব্যক্তিকে পুনরায় পুলিশ হেফাজতে প্রেরণের এই আদেশ অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার দায়রা জজ/ মেট্রোপলিটন দায়রা জজের কাছে পাঠাবেন।

অনুমোদন পাওয়া গেলে পুনরায় পুলিশ হেফাজতে নেয়ার পূর্বে তদন্তকারী কর্মকর্তা অবশ্যই নির্দিষ্ট সরকারী ডাক্তার বা মেডিকেল বোর্ড দ্বারা উক্ত আটক ব্যক্তির ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন করবেন এবং ডাক্তারী প্রতিবেদন উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পেশ করবেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদ শেষে উক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করবেন। আটক ব্যক্তি যদি নির্যাতনের অভিযোগ করেন তবে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট তাকে পুনরায় ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য পূর্বের একই ডাক্তার বা মেডিকেল বোর্ডের কাছে প্রেরণ করবেন।

যদি ম্যাজিস্ট্রেট ডাক্তার বা মেডিক্যাল বোর্ডের প্রতিবেদনে পুলিশ হেফাজতে আটককৃত ব্যক্তিকে নির্যাতনের বা জখমের প্রমাণ পান তবে তিনি দণ্ডবিধির ৩৩০ ধারায় অপরাধ করার কারণে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৯০ (১) (সি) ধারা বলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরাসরি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

যদি থানা/পুলিশ হেফাজত/জেলখানায় আটক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে তবে সংশ্লিষ্ট থানার কর্মকর্তা/তদন্তকারী অফিসার/জেলার এই মৃত্যুর খবর নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাবেন।

পুলিশ হেফাজতে বা জেলে মৃত্যুর সংবাদ পাবার পর অবশ্যই ম্যাজিস্ট্রেট অতি দ্রুত ঘটনাস্থলে যাবেন এবং কোন্ ধরনের অস্ত্রে বা কিভাবে শরীরে ক্ষত হয়েছে তা উল্লেখ করে মৃত্যুর কারণের প্রতিবেদন তৈরি করবেন। একই সঙ্গে মৃত ব্যক্তির ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করবেন।

উপর্যুক্ত এ সমস্ত নির্দেশনাসমূহ যথাসময়ে ও যথাযথভাবে মেনে না চললে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার এবং ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অবমাননার অপরাধে অভিযুক্ত হবেন।